শরীয়া আইনের সফ্‌ট সেলার।

প্রগতিশীল সালেহার বোনপোর বুদ্ধি যে এত লোপ পাবে তা বুঝতে পারিনি। জীবিকার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে, এমনকি রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ড্যানিয়াল পাইপের চামচাগিরি করা অন্যায় নয়। কিন্তু নিজ বিবেক ও বুদ্ধি বিক্রি করলে, তখন আর সে মানুষ থাকে না, কলুর বলদে পরিণত হয়। ভিন্নমত ফোরামে প্রকাশিত "শরীয়ার কুৎসিত মুখ/ আফগানিস্থান ষ্টাইল" শীর্ষক ম্যাসেজে জনাব জামাল হাসানের মন্তব্য পড়ে তাই মনে হয়েছে।

মুসলিম প্রধান দেশে বর্তমানে প্রচলিত "মুসলিম পারিবারিক আইন", ক্যানাডার "ধর্মীয় সালীস আদালত" এবং মধ্যযুগীয় "শরীয়া আইন" এর বিষয়বস্তুর মধ্যে জনাব হাসান তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। বিষয়গুলি না বুঝার কারণে সেতারা হাশেম ও জনাব জিয়াউদ্দীনকে তার শরীয়া আইনের সফ্‌ট সেলার মনে হয়েছে।

বিয়ে হলো একজন নর ও একজন নারীর মধ্যে যৌনকাজ সম্পন্ন ও পরিবার গঠনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মূলক চুক্তি। চুক্তিকে লিপিবদ্ধ রাখার জন্য চুক্তিপত্রের প্রয়োজন হয়। আরবীতে এই চুক্তিপত্রের নাম কাবিননামা। শব্দটি বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। ফতেমোল্লা ও হাসান সাহেবের বিয়ে যদি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে বর ও কনেকে কাবিননামা স্বাক্ষর ও রেজিষ্ট্রেশন করে বিয়ে সম্পন্ন করতে হয়েছে। উক্ত কাবিননামায় দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমোদন শর্ত, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ, তালাক এবং তালাকের পর স্ত্রী ও সন্তানদের খরপোষের বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে কোনগুলিতে বর-কনের ঐক্যমত হয়েছে সেই বিষয়গুলিতে টিক দেয়া আছে। রাষ্ট্রীয় যে আইনের মাধ্যমে আলোচ্য কাবিননামা ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে তার নাম মুসলিম পারিবারিক আইন। শরীয়া আইনে উল্লেখিত তিন তালাক, স্ত্রী পিটানো ও হিল্লা বিয়ের বিধান আলোচ্য মুসলিম পারিবারিক আইনে অন্তর্ভূক্ত কাবিননামায় স্থান পেয়েছে কিনা তা এখন খোঁজ করে ফতেমোল্লা ও হাসান সাহেব দেখতে পারেন ।

ক্যানাডীয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাবাভিক কোর্টে থেকে বা মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীন কাবিননামায় বর্ণিত শর্ত মোতাবেক

তালাক নেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার ফতেমোল্লা ও হাসন সাহেবের স্ত্রীদের আছে, যদি তারা তা চান। কাবিননামায় বর্ণিত শর্ত মোতাবেক মুসলিম নারীর তালাক নেয়ার অধিকার ক্যানাডীয় আইনে স্বীকৃত। সেই মোতাবেক ক্যানাডায় ধর্মীয় সালীস আদালত প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় সালীস আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য্যকর নয় শরীয়া আইনের বিধানের সাথে ক্যানাডীয় ধর্মীয় সালীস আদালতের যোগসূত্র কোথায়, তা কি হাসান সাহেব পরিস্কার করে বলবেন? হাসান সাহেব কি চান না তার স্ত্রী কাবিননামার শর্ত অনুযায়ী তালাক গ্রহন করুক? হাসান সাহেব কি চান, পারিবারিক আইনে জ্ঞানহীন মসজিদের মোল্লা, যিনি পারিবারিক কলহ নিস্পত্তি করার আইনগত ক্ষমতা রাখেন না, এরকম এক ব্যক্তি পারিবারিক কলহের সালীস করুন?

সেতারা হাশেম ও জনাব জিয়াউদ্দীন বাস্তবে অস্তিত্ব বিহীন শরীয়া আইনের কোনো বিধান ক্যানাডীয় ধর্মীয় সালীস আদালতের জন্য গঠিত আইনের মধ্যে খুঁজে পায়নি বিধায় চিলে কান নিয়েছে শুনে চিলের পিছে তারা দৌড়ায়নি। এটাই হলো তাদের দোষ। মুসলমান নামের এক সম্প্রদায়ের মানুষের উপর মার্কিন নব্য কন ও সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হামলা ও স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদ করলেই মোসাহেবেরা চীৎকার করে বলতে থাকেন বেটা ইসলামিষ্ট ও শরীয়া আইনের সফ্‌ট সেলার।

রয়টার, ইন্ডিয়া (রয়টারের খবরটি ফতেমোল্লা কর্তৃক প্রেরিত এবং সদালাপে Punishing Quran Defender শিরনামে প্রকাশিত) কর্তৃক পরিবেশিত আফগানিস্তানের যে খবরের ভিত্তিতে সেতারা হাশেম ও জনাব জিয়াউদ্দীনকে শরীয়া আইনের সফ্‌ট সেলার হিসাবে মন্তব্য করা হয়েছে, সেই খবরে দেখা যাচ্ছে যে আফগানিস্তানের কোন এক পত্রিকার একজন মহিলা সম্পাদককে ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করার জন্য আফগান কোর্ট মহিলাকে দু'বছরের সাজা দিয়েছে। উক্ত খবরে আরো উল্লেখ আছে যে শরীয়া আইন অনুযায়ী বর্ণিত অপরাদের জন্য সাজা হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুদন্ড। অর্থ্যাৎ আফগান কোর্ট শরীয়া আইন অনুসরণ করেনি। ফতেমোল্লা ও জামাল হাসান সাহেবদের ধারণা ১.৩ বিলিয়ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে কটাক্ষ করতঃ অপমান করা না হলে আধুনিকতা হওয়া যায় না। ভদ্রলোকেরা সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মৌলবাদের

মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে চান না। মুসলিম সম্প্রদায়ের ১.৩ বিলিয়ন মানুষ বহু পূর্বেই শরীয়া আইন পরিত্যাগ করে মুসলিম পারিবারিক আইন গ্রহন করেছে, সে খবর এই ভদ্রলোকরা রাখে না। স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় প্রগতিশীল নারী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার লক্ষ্যে বাস্তবে অস্তিত্বহীন শরীয়া আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে জার্মান, ফ্রেন্স ও ক্যানাডীয়ান পুজিবাদী প্রচার যন্ত্রে প্রচার পেয়ে ফতেমোল্লা সাহেব খুশীতে গদগদ। পুজিবাদী দেশের প্রচার যন্ত্রে সুযোগ পাওয়ার কারণ ফতেমোল্লা বুঝতে পারছেন না।

আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ কোনো রাষ্ট্র ইসলামকে কটাক্ষ করা অনুমোদন করে কিনা তা দেখার বিষয়। নিউ ইয়ার্ক ষ্টেইট এর নিম্নযুক্ত বক্তব্যটি পড়া যেতে পারে।

New York State is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer

It is the policy of the New York State Department of Civil Service to provide for and promote equal employment opportunity in employment, compensation and other terms and conditions of employment without discrimination on the basis of age, race, creed, color, national origin, gender, sexual orientation, disability, military status, martial status or genetic predisposition or carrier status.

It is the policy of the New York State Department of Civil Service to provide qualified persons with disabilities, an equal opportunity to participate in and receive the benefits, services, programs and activities of the Department, and to provide such persons reasonable accommodations and reasonable modifications as are necessary, to enjoy such equal opportunity, including accommodations in the examination process. Further, it is the policy of the Department to provide reasonable accommodation for religious observers.

Last updated on 3/25/04

দেখা যাচ্ছে ধর্ম পালনকারীদেরকে ষ্টেইট বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকে। অর্থ্যাৎ কটাক্ষের পরিবর্তে ষ্টেইট ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

আনুষ্ঠানিকতা পালন করুক বা না করুক সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ ধর্মে আস্থাবান। ধর্মে আস্থাবান হলেই একটা মানুষ মৌলবাদী হয় না। ব্যক্তি স্বার্থে গুটিকয়েক মানুষ মৌলবাদী হয়ে সমাজ অগ্রগতিকে

স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। এই গুটি কয়েক মানুষের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষকে অসম্মান করা বা কটাক্ষ করা ভদ্রতার লক্ষণ নয়। আর এই অভদ্রতার জন্যই আফগান মহিলা সম্পাদকের সাজা হয়েছে। এর সাথে শরীয়া আইনের কোন যোগসূত্র নাই। তবে ঠেলা মির্জার সাথে থেকে হাসান সাহেবের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে বা বিক্রি হয়ে গেছে বিধায় বিষয়টি বুঝতে পারছেন না।

নাস্তিক বলে কথিত কমিউনিষ্ট নাজিবুল্লাহর শাসন আমলে ইসলামকে কোন আফগান কটাক্ষ করতো না, আবার শরীয়া আইন অনুযায়ী কোন আফগানের সাজাও হোত না। তাই নাস্তিক ও কমিউনিষ্ট নাজিবুল্লাহকে অপসরণ করতঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিন লাদেনকে মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তানে প্রেরণ করে। নাজিবুল্লাহকে ইসলামী কায়দায় হত্যা করে পরুষাঙ্গ কর্তন করতঃ লাশ গাছে ঝুলিয়ে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক সৃষ্ট ইসলামী মৌলবাদী আল-কায়দার নেতৃত্বে সরকার গঠন করতঃ আফগানিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সোভিয়েত পতনে আল-কায়দার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। ফলে খাওয়া শেষে কলার ছোলার মতো বিন লাদেন ও আল-কায়দাকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করতঃ ছুড়ে ফেলে দিয়ে মার্কিন প্রশাসন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইসলামের বিপরীতে মার্কিন প্রশাসনের কথিত আধুনিকতা ও গণতন্ত্র রপ্তানির নামে আফগানিস্তান দখল এবং মার্কিন সেনার ছত্রছায়ায় নির্বাচন করতঃ তল্পীবাহক সরকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামিক সংবিধান গৃহীত এবং আফগানিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। মার্কিন দখলকৃত ইরাকে অচিরেই ইসলামিক সংবিধান গৃহীত এবং ইরাককে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা হোতে হচ্ছে। অর্থ্যাৎ মার্কিন প্রশাসন যেখানে কোট-প্যান্ট পরিহিত জিহুজুর গণতন্ত্রের জপকারী ইসলামি মৌলবাদ সেখানে।

ফুলে মধু থাকলে মৌমাছি আসবে। মধ্যপ্রাচ্যের লুণ্ঠিত পেট্রোলের লভ্যাংশের ছিটেফোটা মধু খাওয়ার লোভে নাস্তিক মৌলবাদীরা মার্কিন নব্য কনদের পিছনে ঘুরঘুর করছে। ফলে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের জপকারী মৌলবাদী বাজারে নাস্তিক মৌলবাদী নামের এক শ্রেনীর জীবের আগমন ঘটেছে, যাদের একমাত্র কাছ মুসলমান সম্প্রদায় ও তাদের ধর্ম ইসলামকে

গালাগালি দেয়া। নাস্তিক মৌলবাদীদের বক্তব্য পুজির শোষণ নয়, অসভ্য মুসলমান এবং ১৪০০ বছর পূর্বে সৃষ্ট ইসলাম ও লিখিত কোরাণ হলো বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা। এই শ্রেনীর মানুষের জন্য ভাঁড় শব্দটির উৎপত্তি। প্রয়োজন ফুরালে এই ভাঁড়দেরকেও একদিন কলার ছোলার মতো ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে।

প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনকে শরীয়া আইন ভেবে সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাসকে কটাক্ষ করায় ফতেমোল্লাকে আজ বিচারের কাটগোড়ায় দাড়াতে হচ্ছে। ভদ্রলোক সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন না। আর একটা জিনিষ বোঝেন না, তা হলো রাজনীতির কূটকৌশাল। আশা করি ভদ্রলোক বর্তমান বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন।

সেতারা হাশেম ১০/২৭/০৫